দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

25

শিক্ষাঙ্গনে

যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে অব্যাহত সন্ত্রাস চলছে— তাতে শুধু ছাত্র সমাজই নয় সারা দেশও ক্ষতিগ্রস্ত। উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে এবং বিচ্ছিন্ন সময়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ স্থাপিত হওয়ার পরে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাক্রম ঠিক সময়মত চলছে না। এর ফলে অনার্স ও স্নাতকোত্তর পর্বের যে সমস্ত কোর্স শেষ হয়েছে সেগুলোরও পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনের পরিকল্পনার অভাবে বার বার পিছিয়ে গেছে। অন্ততপক্ষে পরীক্ষাগুলো যথাসময়ে নেয়ার জন্য কোন একটি বা দুইটি ভবনকে পরীক্ষার হল বলে ঘোষণা দিয়ে সেটিকে প্রয়োজনমত যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশের প্রহরায় রেখে ঠিকমত পরীক্ষা নেয়া যায়।

এ ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রশাসন ও জনসাধারণ সকলের আগ্রহ ও সম্মতি থাকার কথা। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্তিপর্ব কমপক্ষে তিন বছর পিছিয়ে গিয়েছে। সেদিকে যেন কারোরই খেয়াল নেই। জানা কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অস্ত্রের ব্যবসা করে না, তাদের অস্ত্রের জন্য কোন লাইসেন্স নেই এবং প্রকৃত ছাত্রের পক্ষে লেখাপড়া বাদ দিয়ে গোপনে সরবরাহকৃত অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করার কথা নয়। সকলেই তো জানে, অবৈধ অস্ত্র রাখার ন্যূনতম শাস্তি দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। যুক্তিসংগতভাবে সবাই ভাবতে পারেন যে, শিক্ষাঙ্গনে এই অস্ত্র জাতিগতভাবে আমাদের সমাজের শত্রুরা, তারা দেশী-বিদেশী যেই হোক, আমাদের সুকুমারমতি ছেলেদের হাতে অস্ত্র ও তার ন্যূনতম প্রশিক্ষণ তুলে দিচ্ছে। সারাদেশ ও সমাজ যখন এর বিরুদ্ধে, তখন শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে না। এ ব্যাপারে ধরেই নিতে হবে জাতীয় ঐকমত্য আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, কলেজ প্রশাসন তো অবশ্যই, সরকারী প্রশাসনের সাথে একযোগে আইন রক্ষাকারী সংস্থা যথা— পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্র, সন্ত্রাসবাদী ও অস্ত্র-প্রতিযোগিতা সাময়িক সময়ের মধ্যে নির্মূল করতে পারে। এ ব্যাপারে শিক্ষাঙ্গনগুলোর প্রশাসন সৎ, নিরপেক্ষ ও কঠোরভাবে প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে উপযুক্ত পুলিশী সাহায্য নিলেই এ কাজ যথাসম্ভব অল্প সময়ে সম্পন্ন হতে পারে।

ইতিমধ্যে আরো প্রস্তাব করা যায় যে, দৃষ্কৃতকারীদের সন্ত্রাসের জন্য অপারগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়া বন্ধ হলেও দ্বিতীয় রাজধানী এলাকায় কৃষি কলেজের ভিতরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও চূড়ান্তপর্বের পরীক্ষাগুলো ব্যাপক পুলিশ প্রহরাধীনে যথাসময়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। আজ ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও দেশবাসী দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পরে এসব পরীক্ষা সমাপ্তির জন্য উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করছেন। তাই বলছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব না হলেও কৃষি কলেজ বা অনুরূপ অন্য কোন স্থানে পরীক্ষাগুলো যথাসময়ে গ্রহণ করা উচিৎ। এটা স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায়, কৃষি কলেজ কর্তৃপক্ষ ও সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীগণ দেশের স্বার্থে এই কাজে পূর্ণ সহযোগিতা দিবেন।

—মজিবুর রহমান খান